হতে চাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী

লিসান্স- মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব;
প্রাক্তন দা'ঈ- আল্ আহসা ইসলামিক সেন্টার, বাংলা বিভাগ, সৌদী আরব
পরিচালক : ইসলামিক রিসার্চ এন্ড দাওয়াহ সেন্টার (IRDC), শান্তিনগর, ঢাকা
(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও লেখক এবং আলোচক পিস টিভি বাংলা)

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

(আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার, বাংলা বিভাগ, সৌদী আরব)

প্রকাশনায়

দারুলকারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد.

মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, দারুল কারার পাবলিকেশন্স কে তার অশেষ কৃপায় তিনিই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আলহামদু লিল্লাহ। দরূদ ও সালাম অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক মানকুল শিরোমণি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ, সকল সাহাবায়ে কিরামের প্রতি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রবীন ইসলামিক স্কলার, দাঈ, দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদিম সম্মানিত ওস্তায শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানীর প্রতি, তিনি তাঁর প্রণীত "হতে চাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা" নামক বইটি "দারুল কারার পাবলিকেশন্স"-কে প্রকাশ ও প্রচারণার অনুমতি দান করেছেন।

'ভালোবাসা' চারটি শব্দের গাঁথুনিতে আঁটা মহান রবের দেয়া সকলের অতি পরিচিত ও প্রিয় একটি শব্দ। একে নিয়ে কত উপাখ্যান-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-গ্রন্থ-কবিতা যে লেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সবাই ভালোবাসা পেতে চাই। নিখুঁত-নির্মল-নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সকলেরই কাম্য।

এ পুস্তিকাতে ভালোবাসা কী, কেন, কার সঙ্গে হওয়া চাই, কিভাবে তা পাওয়া যায় এবং এর উপকরণই বা কি–এ সম্পর্কিত বিষয়াদি কুরআন-সহীহ হাদীসের নিরিখে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

মুহতারাম ওস্তাযের এ দ্বীনি খিদমতকে আল্লাহ তা'আলা সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন, তাঁকে সুস্থ রাখুন এবং আখিরাতে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী করুন। আমীন।

বিনীত
প্রকাশক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের আবেদন	৭
প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা	৯
স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা	১২
মা-বাবা ও সন্তানের ভালোবাসা	১৩
নবী ﷺ-কে ভালোবাসা	১৭
আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসা	২০
আল্লাহকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে মানুষ	২১
আল্লাহর ভালোবাসার প্রকার	২২
আল্লাহকে ভালোবাসার কিছু আলামত	২৩
আল্লাহর খাঁটি ভালোবাসার দাবি	২৬
আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা ও ঘৃণার গুরুত্ব	২৮
আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা ও ঘৃণার ক্ষেত্রে মানুষ	৩১
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার কিছু দাবি	৩৪
আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণার জন্য যা জরুরী	৩৫
বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন!	৩৬
আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য	৩৭
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কিছু লক্ষণ	৪৪
আল্লাহর ভালোবাসার উপকারিতা	৪৫
উপসংহার	৪৭
আমাদের বইসমূহ	৪৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

আল্লাহর প্রিয় ও মাহবুব বান্দা হওয়া কী সম্ভব? আল্লাহ কি তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন? হ্যাঁ, সম্ভব এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু বান্দাকে ভালোবাসেন।

আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, এর চেয়ে উত্তম ও আনন্দের ভালোবাসা আর কিছুই হতে পারে না। এ ভালোবাসার উপরে আর কোনো ভালোবাসার স্থান নেই।

যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে বা আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে, তবে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন তা বলা অসম্ভব। অসংখ্য মানুষ আল্লাহর ভালোবাসার দাবীদার। কিন্তু সত্যিকারে আল্লাহ তা'আলা কাকে ভালোবাসেন এবং কাকে ভালোবাসেন না তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

এ ভালোবাসা খুব কম সংখ্যক মানুষের ভাগ্যে জুটে। এটা এমন এক ভালোবাসা যার প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগীরা। যাঁরা নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে এ মহান ভালোবাসা অর্জনের জন্য। এরই সৌরভে বিচরণ করে একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদতকারীগণ। এ ভালোবাসা অন্তরের জন্য খাদ্য এবং আত্মার জন্য পুষ্টি ও চোখের জন্য প্রশান্তি যোগায়।

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা হতে বঞ্চিত তার জীবন মৃত্যু সমতুল্য। এটা আলো স্বরূপ, যে এটি থেকে বঞ্চিত হলো সে গহীন অন্ধকারে

হাবুডুবু খেল। এটা মহাঔষধ যে পেল না তার অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত। এটা এমন মজার জিনিস, যে অর্জন করতে অক্ষম তার সমস্ত জীবন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যথাতুর।

এ ভালোবাসা ঈমান ও 'আমল..... ইত্যাদির আত্মা। এটা ব্যতীত সবকিছুই আত্মাশূন্য শরীরের মতো।

আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস এবং সালাফে সালেহীনদের নির্ভরযোগ্য বাণীসমূহ দ্বারা **"হতে চাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা!"** বিষয়ে আপনাদেরকে এ ছোট বইটি উপহার দিচ্ছি।

বইটি প্রথমবার প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় এটা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোনো দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোনো ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিতে পড়লে অথবা কোনো নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করলে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে ইন্‌শা-আল্লা-হ।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর মাহবুব ও প্রিয় বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেন।

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার, বাংলা বিভাগ, সৌদী আরব
২৫/০৩/১৪৩৫ হি., ২৬/০১/২০১৪ ইং

সবচেয়ে মজার ও উঁচুমানের ভালোবাসা কী জানেন? এ এমন এক ভালোবাসা যার উপরে আর কোনো ভালোবাসা হতে পারে না।

প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা

ভাবছেন এ ভালোবাসা প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসা!

বর্ণিত আছে যে, একজন দরবেশ সবকিছু ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহর 'ইবাদতে মশগুল থাকত। একদিন এক অপূর্ব সুন্দরী খ্রীস্টান মহিলাকে দেখে প্রেমে মত্ত হয়ে পড়ে। বিবাহের প্রস্তাব দিলে সুন্দরী প্রত্যাখ্যান করে বলে : যদি তুমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কর, তবে তোমার আশা পূরণ হতে পারে। তাই সে দরবেশ সুন্দরীকে পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সুন্দরীর সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই কুফ্‌রী অবস্থায় মারা যায়। *না'উযু বিল্লা-হি মিন যা-লিক!*

ঐদিকে সেই সুন্দরী দরবেশের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে তার প্রেমিককে জান্নাতে একসাথে পাওয়ার আশায় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে এবং মুসলিম অবস্থায় মারা যায়।

আরো বর্ণিত আছে যে, এক প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকার পর যখন সে তার সামনে হাজির হল, তখন সে তার ভালোবাসা প্রকাশের জন্য প্রেমিকার দুই পায়ের মাঝে মাটিতে সিজদায় পড়ে গেল। আর এ অবস্থায় মৃত্যুর ফেরেশতা তার জান কবজ করে নিল। ফলে সে মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করল। *না'উযু বিল্লা-হি মিন যা-লিক!*

আরো বর্ণিত আছে যে, বাগদাদে এক যুবক নিয়মিত আযানের পূর্বে মাসজিদে উপস্থিত হত। যুবকটি মুয়ায্যিনের নিকট আযান দেয়ার সুযোগ গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করল। নাছোড়বান্দা দেখে পরিশেষে মুয়ায্যিন সাহেব যুবকটিকে আযান দেয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বললেন যে, *"হাইয়া 'আলাস্ সলা-হ্"* ও *"হাইয়া 'আলাল ফালা-হ্"* বলার সময় ডানে-বামে ঘাড় যেন না ফিরায়।

একদিন যুবকের মাথায় খেলল আযানে *"হাইয়া 'আলাস্ সলা-হ্"* ও *"হাইয়া 'আলাল ফালা-হ্"* বলার সময় ডানে-বামে ঘাড় ঘুরানো একটি সুন্নাত, যা ছেড়ে দেয়া মোটেই ঠিক হচ্ছে না। তাই ডানে ঘাড় ঘুরাতেই যুবক পার্শ্বে ছাদের উপর দেখতে পেল এক বাগদাদী সুন্দরী যুবতী। আযান শেষ না করতেই যুবক দৌড়ে মেয়েটির বাড়ীতে গিয়ে বিবাহের পয়গাম দিয়ে বসল। যুবতী বলল : আমার বাবা আছেন তাঁর সাথে কথা বল। সে মেয়েটির বাবার অপেক্ষায় রইল। মেয়েটির বাবা পৌঁছা মাত্রই মনের বাসনা প্রকাশ করল যুবক।

খ্রীস্টান বাবা বলল : তুমি মুসলিম আর আমার মেয়ে খ্রীস্টান। তাই তোমার সাথে আমার মেয়ের বিবাহ সম্ভব না। যুবক মেয়েটির প্রেমে এমনিই মত্ত হলো যে, সাথে সাথে বলে ফেলল : আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না। তাই আমি খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করলাম। এবার আপনার মেয়ের সাথে আমার বিবাহ দেন। *না'ঊযু বিল্লা-হি মিন যা-লিক!*

ইউসুফ ﷺ-কে জুলায়খা-এর একপক্ষের ভালোবাসার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ﴾

"আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে প্ররোচিত করতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল : শুন! তোমাকে বলছি এদিকে আসো! সে বলল : আল্লাহ রক্ষা করুন; তোমার স্বামী

আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালঙ্ঘনকারীগণ সফল হয় না।"[১]

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ﴾

"আর নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, 'আযীয-এর স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য প্ররোচিত করছে। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।"[২]

সাবধান! ভালোবাসার ফাঁদে ও প্রেমের ফাঁদে পড়ে কত ছেলে-মেয়েরা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন নষ্ট করছে। যারা এ ফাঁদে পড়ে গেছেন, তারা এ থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন। আর যারা পড়েননি সতর্ক হোন।

১. সূরা ইউসুফ ১২ : ২৩
২. সূরা ইউসুফ ১২ : ৩০

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা

ভাবছেন বুঝি এ ভালোবাসা স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালোবাসা? নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালোবাসা এক মধুর ও গভীর ভালোবাসা। এ ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআন কারীমে বলেন :

﴿وَمِنْ اٰيَاتِهٖٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ﴾

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[৩]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ».

ইব্নে 'আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালোবাসার মতো আর কোনো ভালোবাসা দেখিনি।"[৪]

রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রথম স্ত্রী খাদীজা ﷺ-কে কখনো ভুলতে পারেননি। বরং প্রতিটি প্রসঙ্গে খাদীজার কথা স্মরণ করতেন।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে জয় করতে চাইলে প্রয়োজন ভালোবাসা। এ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা একে অপরকে জয় করা অসম্ভব।

---

৩. সূরা আর্ রূম ৩০ : ২১

৪. ইবনে মাজাহ হা. ১৮৪৭; শাইখ আলবানী ﷺ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন